UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 05 ❑ 18 Apr., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বিশ্বজিৎকে ‘গণ’ খাওয়ানোর হুমকি শান্তনুর

দিনের বেশিরভাগ সময় শান্তনু ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় থাকেন ঃ বিশ্বজিৎ দাস

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা বনগাঁ লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে ‘গণো’ খাওয়ানোর হুমকি দিলেন বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। বুধবার দুপুরে গোপালনগর এর চৌবেড়িয়ায় রামনবমী উপলক্ষে বাইক মিছিল হয়। সেখানে উপস্থিত হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ভোটে হারার পর বিশ্বজিৎ দাস চারিদিক থেকে ‘গণ’ খাবেন।

এদিন বনগাঁ শহরে নিউমার্কেট এলাকায় রামপুজো দেন বিশ্বজিৎ। তারপর রামনগর রোড মোড় এলাকা থেকে রামনবমী উপলক্ষে বিশ্বজিৎ বাবুর নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি মিছিল বের হয় বনগাঁ শহরে। শহর পরিক্রমা করে শেষ হয় বাটামোড় এলাকায়। মিছিলে বিশ্বজিৎ বাবু ছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাশেষে বাটার মোড় এলাকায় সভা হয়। মিছিলে রামের ছবি নিয়ে কর্মীরা হাঁটেন। ছিল মহিলা কর্মীরা।

সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শান্তনু বাবু এদিন বলেন, 'আস্তে আস্তে লাইনে আসছেন বিশ্বজিৎ দাস। মানুষকে বোঝাচ্ছেন আবার পাল্টি খাব। সেই পরিস্থিতির ধারক বাহক হিসেবে এখন কাজ করছেন। পরবর্তী সময়ে কান্ডারী হিসেবে কাজ করবেন।

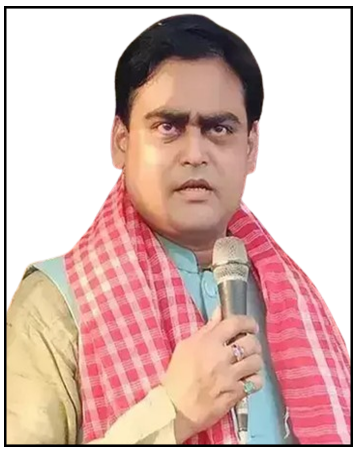

পাল্টি খাওয়া বোঝাতে শান্তনু বাবু বোঝাতে চেয়েছেন, '২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের পর বিশ্বজিৎ দাস তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছিলেন। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। লোকসভা ভোটের পর আবার তিনি বিজেপিতে আসবেন বলেই পাল্টি শব্দটা তিনি ব্যবহার করেছেন।

এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, দিনের বেশিরভাগ সময় শান্তনু ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় থাকেন। উনি যখন এসব বলেছেন তখন নিশ্চয়ই উনি সুস্থ ছিলেন না। সুস্থ অবস্থায় থাকলে অন্য কথা বলতেন। পরে অবশ্য শান্তনু ঠাকুর বলেন, ''গণ' বলতে আমি গণধোলাই এর কথা বলিনি, ভোট বাক্সে গণভোটের কথা বলেছি।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃত করার অভিযোগ বিজেপির

প্রতিনিধি ঃ মতুয়াদের ধর্মগুরু গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃত করে উচ্চারণ করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বিজেপির তরফ থেকে ওই অভিযোগ তোলা হয়েছে। এদিন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল তার বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে একটি ভিডিও দেখিয়ে তিনি অভিযোগ করেন 'মমতা ঠাকুর মতুয়াদের ধর্মগুরু গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করেছেন। দেবদাস বাবুর দাবি, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মতুয়াদের ধর্মগুরু হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃতভাবে উচ্চারণ করেছেন। এবার মমতা ঠাকুরও একই কাজ করলেন।

তৃতীয় পাতায়...

স্কুলের মাঠ বাঁচাতে জোটবদ্ধ গ্রামবাসী

জয় চক্রবর্তী ঃ গ্রামের বাচ্চারা খেলাধুলা করে স্কুলেরই মাঠে। এলাকায় আর কোনো খেলার মাঠও তাদের নেই। ওই মাঠেই হয় এলাকার জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো। এবার ওই মাঠে স্কুল ভবন তৈরি হওয়ার বিরোধিতা শুরু করেছে গ্রামবাসী। গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে স্কুল ভবন তৈরি করে মাঠ নষ্টের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে পথে নেমেছে। ঘটনাটি বাগদার সলক কুলনন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। গ্রামবাসীরা বনগাঁর মহকুমা শাসকের কাছেও স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, স্কুল ভবনের উপরেই দোতলা তৈরি হোক। স্কুলের পেছনের জায়গায় ভবন নির্মাণ হোক। খেলার মাঠটি কোনভাবেই নষ্ট করা যাবে না।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এলাকায় আর কোন খেলার মাঠ নেই। ছেলেমেয়েরা এমনিতেই এখন খেলাধুলা বন্ধ করে ঘোরাঘুরি, সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে ব্যস্ত। এই মাঠটা নষ্ট হয়ে গেলে খেলাধুলার অভ্যাসটাই উঠে যাবে। নেশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খেলাধুলার মাধ্যমে বাচ্চাদের চরিত্র গঠিত হয়। সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে তারা। কোন অবস্থায় তারা স্কুল মাঠ নষ্ট করে ভবন নির্মাণ করতে দেবেন না।

স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা জানিয়েছেন, দু বিঘা জমির উপর বিদ্যালয়টি রয়েছে। ওই এলাকার মধ্যেই তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। সামনে ফাঁকা মাঠ রয়েছে। দিন দুয়েক আগে সেই ফাঁকা মাঠে ভবন তৈরির জন্য ইট বালি পড়েছে। ভবন তৈরির জন্য মাপঝোক চলছে। তারপরেই মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এলাকার মহিলারা জানালেন, পাঁচটি গ্রামের ছেলেরা মেয়েরা এখানে খেলাধুলা করে। মাঠে ভবন তৈরি হলে খেলাধুলার পরিবেশ নষ্ট হবে। ছেলেমেয়েরা বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। স্কুল ভবনের উপরে দোতলা তিন তলা করার জায়গা রয়েছে। সেখানে কিংবা স্কুলের পেছনে যে জায়গা রয়েছে সেখানেই ওই ভবন নির্মাণ করুক।

স্কুলের এক ছাত্রের কথায়, রোজ স্কুল শেষে এই মাঠে আমরা খেলাধুলা করি। এলাকার বড়রা আসে খেলতে। আশপাশে আর কোন খেলার মাঠ নেই। খেলার মাঠটি না থাকলে বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলে খেলা ধুলাই হবে না।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক পলাশ বিশ্বাস বলেন, স্কুলে নতুন ভবন তৈরি করছে জেলা পরিষদ। সংখ্যালঘু দপ্তরের টাকায় ইট বালি পড়ার পরেই মানুষের আপত্তির কথা জেনেছি। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

দুই গোষ্ঠীর বিবাদে শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগ গাইঘাটায়, প্রতিবাদে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

প্রতিনিধি ঃ ভোটের আগে এলাকায় দুই গোষ্ঠীর বিবাদে যুবককে মারধর করে শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো গাইঘাটার বকচরা এলাকায়। মঙ্গল রাতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা কিছু সময় যশোর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বকচর, এলাকার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা অশান্তির ঘটনা ঘটে। ঘটনা মিটে গেলেও ফের পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে এদিন রাতে ফের অশান্তি শুরু হয়।

স্থানীয়দের বক্তব্য, রাতে বেশ কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। পরবর্তীতে তিন থেকে চার জন যুবক সানি নামে এক যুবককে একা পেয়ে বেধড়ক মারধর করে। স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন দেখতে পেয়ে ছুটে আসতেই গৌতম নামে এক যুবক বন্দুক উঁচিয়ে শূন্যে গুলি চালায় বলে অভিযোগ।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

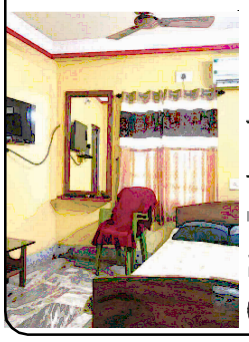

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ০৫❐ ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

ধর্ম ধর্মেই থাক

কথায় আছে— 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।' তেমনই ব্যক্তি বিশেষে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম আলাদা হলেও পুরাণ বর্ণিত দেব-দেবী সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ভগবান বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের 'থিম' হয়ে দাঁড়িয়েছে। একযুগ আগেও এই বঙ্গভূমিতে রামচন্দ্রের পুজোর জন্য কোর্ট কেস পর্যন্ত হয়েছিল। সাধারণ জনগণ এমন ঘটনার সাক্ষী। একযুগ পর আজ ২০২৪-এ রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে রামচন্দ্র আজ সবার পূজিত দেবতায় পরিণত হয়েছে। এমন কী যে পক্ষ রামচন্দ্রের পুজোর বিরোধিতা করেছিল। সেই পক্ষ পরিচালিত সরকার আজ রামচন্দ্রের পুজোর জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছে। তবে এটা কী শুধুমাত্র ধর্মের জন্য, না রাজনৈতিক ফায়দার জন্য? ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিবর্গ আবার এর জন্য ব্যঙ্গ করতে পিছু পা হচ্ছে না। সাধারণ জনগণ ব্যঙ্গকে সমর্থন করে না। তাদের কথায় ধর্ম ধর্মেই থাক, রাজনীতি রাজনীতিতে। দুটো যেন একসাথে গুলিয়ে না যায়।

শুভ নববর্ষে
বিপুল বিশ্বাস

নববর্ষের সুপ্রভাতে
যত শ্রীবৃদ্ধি কামনাতে
শুভ লগ্নের শুভক্ষণে,
আনন্দের ছোঁয়া লাগে মনে
নতুন আশা আর ভালোবাসা
দীর্ঘায়ু হোক সবাই, এটাই আশা।
বাংলা নববর্ষ আজই
সবাই একসাথে হয়ে রাজি
পুরোনো স্মৃতি মনে রেখে
নতুন সাজে নতুন বেশে
বাংলার সংস্কৃতির উৎসবের
ডাক দিয়ে সারা
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই আজ
আনন্দেতে হবো আত্মহারা

নববর্ষ
মিন্টু বাড়ৈ

উপনিষদের পথ ধরে স্বস্তিক চিহ্ন
প্রগতির ও সমৃদ্ধির আরাধনা; ঘটে ঘটে আম্রপল্লব।
প্রকৃতির নিয়মে চৈত্রের শেষে আগত বৈশাখ
নববর্ষের সূচনা, ঘরে ঘরে উৎসব।
নৃত্য সঙ্গীত সহযোগে প্রভাতফেরি
বধূদের ঢল, পরনে শ্বেতশুভ্র শাড়ি।
শিশুরাও পথে, নতুন পোশাকে
চোখে মুখে খুশি, প্রাণে আনন্দ না ধরে।
ধান-দূর্বা ও ফুলে পূজিত গণপতি, নতুন বছরে
হালখাতা, মিষ্টি মুখ শুভেচ্ছা বিনিময়
উৎসব বাঙালির অন্তরে, বাহিরে।

রামচন্দ্রের পুজো ও বাইক র‍্যালি বিজেপি'র

নীরেশ ভৌমিকঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও গত ১৭ এপ্রিল রামনবমীতে মহাসমারোহে রামচন্দ্রের পুজোর আয়োজন করে বনগাঁ দক্ষিনের বি জে পি'র কর্মী সমর্থকগণ। পুজো উপলক্ষ্যে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পার্শ্বস্থ নবনির্মিত রামচন্দ্রের মন্দির ও পুজো প্রাঙ্গন ফুল, মালা ও রঙ বেরঙের কাগজে সাজানো হয়। মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত পুজোতে পাড়ার মহিলারাও যোগ দেন। পুজো শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এদিন ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা নেতৃত্ব চন্দ্রকান্ত দাসের নেতৃত্ব দলের কর্মীসমর্থকগণের এক বর্ণাঢ্য মোটর বাইক র‍্যালি গাইঘাটা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি শিক্ষক প্রশান্ত রায়, দলনেতা অসীম বোস, গৌতম চক্রবর্তী, বিনয় মজুমদার প্রমুখ। অন্যদিকে এদিন চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর সড়কে ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘ সংলগ্ন হনুমান মন্দিরে বহু ভক্তজনের সমাগমে শ্রী শ্রী রামচন্দ্রের পুজো সম্পন্ন হয়। ঠাকুরনগরে ও বি জে পি'র নেতা কর্মীগণও সাড়ম্বরে রামচন্দ্রের পুজো সম্পন্ন করেন।

ডারউইনবাদ বর্তমানে পাঠ্যসূচির বাইরে

অজয় মজুমদার

পর্ব-৫

প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ(Natural selection) : ডারউইনের মতবাদের এই অংশটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে অনুকূল ভেদ বা অভিযোজন সহায়ক ভেদ সমন্বিত জীবেরা অপরাপর জীবের সঙ্গে সহযোগিতায় বেশি পরিমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তাকেই প্রাকৃতিক নির্বাচন নামে চিহ্নিত করা হয়। সোজা কথায়, প্রকৃতি কেবল অনুকূল ভেদ সমন্বিত জীবদের নির্বাচন করে, বেঁচে থাকার জন্য। এর ফলে অনুকূল ভেদ সমন্বিত জীবেরা যেমন নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে অধিক অভিযোজিত করতে সক্ষম, তেমনি তারা অধিক সংখ্যায় বেঁচে থাকে ও বংশবিস্তার করে। বিপরীত পক্ষে, প্রতিকূল ভেদ সমন্বিত জীবেরা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করতে অক্ষম বলে তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের অনুকূল্য লাভ করতে পারে না এবং তারা কালক্রমে বিলুপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের প্রকারভেদ : জীব তার পরিবেশের আন্তঃ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের গতি প্রকৃতি তিন রকমের হয়ে থাকে। যেমন স্থিতিকারী নির্বাচন (stabilizing selection), অভিমুখী নির্বাচন(Directional selection) এবং ভাঙনমূলক নির্বাচন (Disruptive selection) স্থিতিকারী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হল-- পরিবেশগত বড় পরিবর্তন না ঘটলে পদ্ধতিটি কার্যকারী থাকে। এ'ছাড়াও প্রকারন বা ভ্যারিয়েশন হ্রাস করে কিন্তু গঠনমান বৈশিষ্ট্য ফিনোটাইপ সংখ্যা বৃদ্ধি করে। চরম ফিনোটাইপ বা বহিঃপ্রকাশ যুক্ত বৈশিষ্ট্য বর্জন ও মধ্যম ফিনোটাইপকে গ্রহণের দ্বারা পপুলেশন গোষ্ঠীর জিনগত স্থিতিশীলতা অর্জন করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে নেব্রাস্কায় ৪৭% ক্লিফ সোয়ালো (cliff swallow) নামক পরিযায়ী পাখি শৈত্য প্রবাহে মারা যায়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রতিসম ডানা ও লেজ যুক্ত পাখিগুলির বেঁচে থাকার হার অতিরিক্ত লম্বা বা অত্যাধিক ছোট ডানা ও লেজ যুক্ত পাখির তুলনায় বেশি ছিল। সম্ভবত ভারসাম্যতা রক্ষা করে পতঙ্গ শিকারের ক্ষেত্রে প্রতিসমতা সহায়তা করতো বলে প্রতিকূল পরিবেশেও তারা বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল।

ডারউইনের "অরিজিন অফ স্পিসিস" বইয়ের সহজাত প্রবৃত্তি অধ্যায়ে স্বভাবের সঙ্গে সহজাত। প্রবৃত্তি গুলো তুলনীয়। কিন্তু এগুলির উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন। সহজাত প্রবৃত্তিগুলি ক্রমানুসারে বিভক্ত। জাপপোকা ও পিঁপড়ের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি পরিবর্তনশীল। ফ্রেডেরিক কুভিয়ের ও প্রাচীন অধিবিদ্যাবিদদের কয়েকজন স্বভাবের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির তুলনা করেছেন। ডারউইন বলেন, "আমি মনে করি, মানসিক কাঠামোর একটি ধারণা উপস্থিত করে, যার দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তিমূলক একটি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, কিন্তু এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা উপস্থিত করে না। কোন কোন সময়ে শরীরের অবস্থানুসারে স্বভাব সমূহ অন্য স্বভাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। একবার অর্জিত হওয়ার পর এগুলি প্রায়ই সারা জীবন ধরে স্থায়ী হয়।'

আমাদের স্টালিং পাখিদের মত আমেরিকার পাখিদের মধ্যে একটি ব্যাপকভাবে ভিন্ন গন মলোহ্রাসের কয়েকটি প্রজাতি কোকিলের মতো পরজীবী স্বভাব রয়েছে এবং সহজাত প্রবৃত্তির একটি চিন্তাকর্ষক ক্রমবিন্যাস উপস্থিত করে। মিস্টার হাডসনের বক্তব্য অনুযায়ী মলোহ্রাস রেডিয়াস প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী পাখিরা বাচ বিচারহীন যৌন সম্ভোগের জন্য সকলে একত্রে দলে বাস করে এবং কোন কোন সময় জোড়ায় জোড়ায় বাস করে।

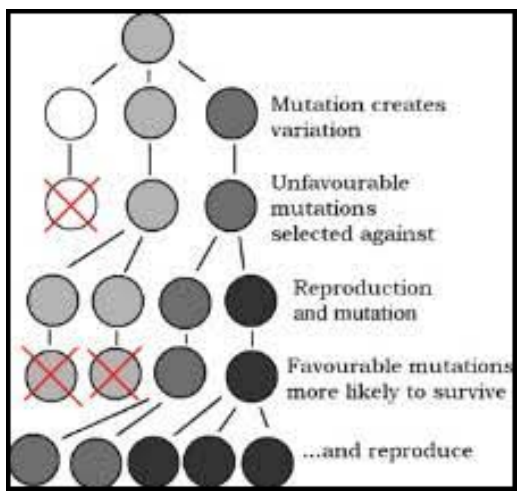

নতুন প্রজাতির উৎপত্তি (origin of new species) : বংশানুসরণের মাধ্যমে অনুকূল ভেদগুলি একটা জনু থেকে অপর একটি জনুতে সঞ্চারিত হয়। পরবর্তী জনুর জীবদের মধ্যে আরো কিছু অনুকূল ভেদ সংগৃহীত হয়। এইভাবে বংশ-পরম্পরায় অনুকূল ভেদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে .এবং একসময় উদবংশীয় জীব থেকে উত্তর পুরুষের বৈসাদৃশ্য উপযুক্ত পরিমাণে বেশি হয় এবং উত্তর পুরুষ কালক্রমে নতুন প্রজাতিতে পরিণত হয়। ডারউইনের মতে এইভাবে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে।

সংকরায়ন : প্রকৃতিবিদরা সাধারণভাবে মত প্রকাশ করেন যে, অন্ত: সঙ্করিত হওয়ার পর প্রজাতি গুলি বন্ধ্যাত্বের বিশেষ গুণ অর্জন করে। এই মতটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ মুক্তভাবে সংকরিত হওয়ার ক্ষমতা থাকায় জন্য একত্রে বসবাসকারী প্রজাতিগুলি কদাচিৎ স্বতন্ত্র বজায় রাখে। বিষয়টি আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়, আরো বিশেষভাবে যেহেতু প্রথম সংকরাণের পর প্রজাতির বন্ধ্যাত্ব এবং তাদের সংকর বংশধরের বন্ধ্যাত্ব পর্যায়ক্রমিক লাভজনক মাত্রায় বন্ধ্যাত্বের সংরক্ষণের দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকতে পারে না। এটি পিতা-মাতা প্রজাতির জননতন্ত্র সমূহের পার্থক্যের একটি আপতিক ফল।

বন্ধ্যাত্বের মাত্রা সমূহ : প্রথম সঙ্করায়নের পর প্রজাতির বান্ধ্যত্ব এবং তাদের সংকর বংশধরের বন্ধ্যাত্ব। দুজন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন এবং প্রশংসনীয় পর্যবেক্ষণ কোয়েল রয়টার এবং গার্ডেনার এর কয়েকটি স্মৃতিকথা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ অনুশীলন করা প্রায় অসম্ভব। তাঁরা এ বিষয়ের উপর আজীবন অনুশীলন করেছিলেন এবং বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে তারা বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেননি। কোয়েল রয়টার নিয়মটিকে সর্বজনীন করেছেন। এরপর তিনি জট খুলেছেন, কারণ দশটি ক্ষেত্রেই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসাবে বিবেচিত দুটি আকার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যারা উভয়ের জনন ক্ষমতা সম্পন্ন, এদের তিনি ভ্যারাইটি হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছেন।

বর্তমান দুজন দক্ষ পর্যবেক্ষক যথা, কোয়েল রয়টার এবং গার্ডেনার এই দুজন একই আকারদের কয়েকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। গার্ডেনার আবিষ্কার করেছিলেন যে, সংকরায়ণের একই দুটি প্রজাতির বিভিন্ন একক গুলিতে কোন কোন সময় একটি সহজাত পার্থক্য আছে। সেই রকম স্যাগারেট বিশ্বাস করেন যে, একত্রে কলমিত হতে একই দুই প্রজাতির এককগুলোর ক্ষেত্রেও সেটি হয়। যেমন পারস্পরিক সংকরায়ণের মিলন ঘটানোর সুবিধাটি প্রায় সমান হয় না, সেরূপে এটি কোন কোন সময় গ্লাফটিং বা কলমের ক্ষেত্রেও হয়। যেমন, সাধারণ গাছ গুসবেরি গাছকে কুর্যান্ট গাছের উপর কলম করা যায় না। আবার কুর্যান্ট গাছ গুসবেরি গাছের উপর কলম হবে। যদিও ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।

চলবে...

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিকঃ সারা দেশের সাথে গত ১২ এপ্রিল সমারোহে ব্যাঙ্কের ১৩০ তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখা কর্তৃপক্ষ। জন্মদিন উপলক্ষে ব্যাঙ্ক ভবনের ভেতরে ও বাইরে রঙ বেরঙের বেলুনে সাজানো হয়। এদিন ব্যাঙ্কে আসা গ্রাহকগণকে প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানান শাখা প্রবন্ধক মিঃ জয়ন্ত কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য কর্মীগণ। ব্যাঙ্কে আগত সকলের হাতে লাড্ডু দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। গ্রাহকগণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এহেন আচরণে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

শতকণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহোৎসব উপলক্ষে শতকণ্ঠে গীতাপাঠ এবং সেই সঙ্গে নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘ প্রাঙ্গনের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে। মন্দির উন্নয়ন কমিটির পরিচালনায় গত ১২ এপ্রিল অপরাহ্নে ভাগবত পাঠের মধ্য দিয়ে ৪ দিন ব্যাপী আয়োজিত নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

১৩ এপ্রিল সকালে মন্দির অঙ্গনে অনুষ্ঠিত শতকণ্ঠে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে দেবেশানন্দজী মহারাজ, ভোলানাথ মহারাজ, মধুসূদন মহারাজ, শংকর আচার্য ছাড়াও অন্যতম ভক্ত ও শিক্ষক নীহার রঞ্জন বিশ্বাসের নেতৃত্বে গীতা পরিবারের সদস্য-সদস্যাগণও অংশ গ্রহন করেন। গীতাপাঠের অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত

বাড়িয়ে দেন অন্যতম ভক্ত ও শিক্ষক অনুপ সেনগুপ্ত এবং ডেওপুল মিশন তপোবনের প্রাণ পুরুষ ধর্মপ্রাণ সুভাষ মোহান্ত। কয়েকশত ভক্ত গণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে গীতা পাঠের অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পয়লা বৈশাখ ভোর থেকে শুরু হওয়া অষ্টপ্রহর ব্যাপী নাম সংকীর্তনে নদীয়া বনগাঁ সহ বিভিন্ন এলেকার ৫ টি দল নাম গানে অংশ নেয়। পরদিন নামযজ্ঞ শেষে কুঞ্জভঙ্গ, নগর পরিক্রমা এবং মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি অন্তে এলেকার অগনিত ভক্তজন প্রসাদ গ্রহন করেন।

ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান ও বহু ভক্ত সমাগমে রাধাকৃষ্ণ মন্দির উন্নয়ন কমিটি আয়োজিত শতকণ্ঠে গীতাপাঠ ও মহানামযজ্ঞানুষ্ঠান ধর্মপ্রাণ মানুষজনের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জলছত্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১২ এপ্রিল নীল পুজো উপলক্ষে গাইঘাটা বাজারের কালী মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে।

মন্দিরে পুজো দিতে অগনিত

ধর্মপ্রাণ মানুষজনকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায়। অসহ্য গরমে ক্লান্ত ভক্তদের হাতে পানীয় জল তুলে দিতে জলছত্রের আয়োজন করে গাইঘাটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের আবাসিক শিক্ষার্থীরা। আশ্রমের কর্ণধার বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী শংকর নাথের নেতৃত্বে পড়ুয়ারা মন্দিরে পুজো দিতে আসা মানুষজনের হাতে জলের গ্লাস তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অন্যদিকে ১লা বৈশাখ বাংলা নবর্ষের প্রথমদিন শিক্ষক শংকর বাবুর নেতৃত্বে আশ্রমের ছাত্ররা স্থানীয় গাইঘাটা হাই স্কুল মাঠে আবর্জনা পরিস্কার করে। এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন শিক্ষক শংকর বাবু ও তাঁর আশ্রমের শিক্ষার্থীদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক নিবেদিতা শিশুতীর্থের ৩৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৪ এপ্রিল ছিল গোবরডাঙার অন্যতম শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবেদিতা শিশু তীর্থের ৩৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এবারও ছিল স্বেচ্ছা রক্তদান ও বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এদিনের রক্তদান শিবিরে কলকাতার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের সেবিকা সিস্টার নিবেদিতার পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তিতে ফুল মালা অর্পনের করে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অভিভাবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্বাগত জানান প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শান্তনু দে।

আর্দশ শিক্ষার্থী আদর্শ পিতা মাতা শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নেন বিশিষ্ট আলোচক শ্রীমৎ স্বামী

চিকিৎসক ও কর্মীগণ। মোট ১৮৭ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। গ্রীষ্মের দিনের ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তের সংকট দূর করতে শিশু শিক্ষালয় নিবেদিতা শিশু তীর্থ কর্তৃপক্ষ এই মহতী উদ্যোগকে সকলেই সাধুবাদ জানান। এদিন সকালেই বিদ্যালয় অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত মহান সমাজ সেবপরায়ানন্দজী মহারাজ। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। কচিকাঁচা পড়ুয়াগন পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিপ্রেমী বহু মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

শুন্যে গুলি চালানোর অভিযোগ গাইঘাটায়

প্রথমপাতার পর...

স্থানীয়দের দাবি, শূন্য এক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। ঘটনা স্থল থেকে একটি গুলির খোল উদ্ধার হয়েছে। এরপরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন গ্রামের বাসিন্দারা। দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাইঘাটা থানার পুলিশ। স্থানীয় এক যুবকের কথায়, 'এলাকায় একটি মদের বার রয়েছে। তা থেকেই বাড়ছে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের আনাগোনা। বিঘ্নিত হচ্ছে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা। বার মালিকের মদতেই এসব হচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ওই বারে কর্মরত গৌতমই গুলি চালিয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে, বার মালিক অসিত সাহা বলেন, এটা ২ গোষ্ঠীর গন্ডগোল। এর সঙ্গে আমার বারের কোনো সম্পর্ক নেই। এলাকার কয়েকজন যুবক জোর করে বার লিজ নিতে চেয়েছিল। লিজ দিতে অস্বীকার করায় বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এনে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে প্রায়শই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার বারের বদনাম করার চেষ্টা করছে।

ঠাকুরের নাম বিকৃত

প্রথমপাতার পর...

দেবদাস বাবু জানান, এর ফলে গোটা মতুয়া সমাজের মানুষদের অপমান করেছেন মমতা ঠাকুর। লোকসভা ভোটে তারা এর জবাব দেবেন।

পাল্টা অভিযোগ করে মমতা ঠাকুর জানিয়েছেন, 'রাজ্য সভায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে শপথ নিতে দেওয়া হয়নি। এর ফলে মতুয়ারা ক্ষিপ্ত। সেদিক থেকে নজর ঘোরাতে বিজেপি তার বক্তব্য বিকৃত করেছে। মমতার দাবি, বিজেপির আইটি সেল তার বক্তব্য বিকৃত করে প্রচার করছে। এ বিষয়ে তিনি গাইঘাটা থানায় অভিযোগ করেছেন বলেও জানিয়েছেন।

সার্থক মুকুলিকার নববর্ষ আবাহন উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৩ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংস্কৃতির শহর গোবরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক

প্রতিষ্ঠান মুকুলিকা গানের স্কুলের সদস্য সদস্যাগণ। মুকুলিকা গানের স্কুলের নববর্ষ আহ্বান উৎসবে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনজ্ঞাপন করেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষিকা অনিমা দাস (মজুমদার) ও সংস্কৃতি প্রেমী বিশিষ্ট শিক্ষক আস্তিক মজুমদার। শুরুতেই বাংলা নববর্ষ ও দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজ কর্মী সুকুমার নাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, প্রলয় দত্ত, স্বানামখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী, ছিলেন সংস্কার ভারতীর প্রতিনিধি শাশ্বতী নাথ সহ আরোও অনেকে।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও শিক্ষিকা অনিমা দাসের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণের সমবেত কণ্ঠের সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিশু শিল্পী অঞ্জলী কুণ্ডুর কবিতা আবৃত্তি, চিরশ্রী, সাদৃতা, স্নিগ্ধা প্রমুখের গাওয়া গান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। সংস্থার নৃত্য শিল্পীদের সমবেত আদিবাসী নৃত্য এবং আমি সেই মেয়ে আবৃত্তি কোলাজ সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সব কিছু মিলিয়ে গোবরডাঙার মুকুলিকা গানের স্কুল আয়োজিত এদিনের নববর্ষ আহ্বান উৎসব বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মৃদঙ্গম এর বৈশাখী উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম। নববর্ষ ১৪৩১ এর

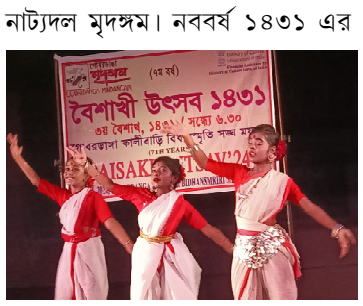

তৃতীয় দিনে গেবরডাঙার ঐতিহ্যবাহী ২০২ বৎসরের প্রাচীন গোষ্ঠবিহারী মেলার মাঠের সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে সংস্থার কচিকাঁচাদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। মৃদঙ্গম আয়োজিত বৈশাখী উৎসবের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা।

সংস্থার সদস্য সদস্যাগণ পরিবেশিত সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। উৎসব উপলক্ষে ঠাকুরনগরের অনুরঞ্জন নাট্যদল পরিবেশিত 'কোথায় গেল' নাটকটি উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। মৃদঙ্গম এর অন্যতম কর্ণধার সৌমিতা বণিকের পরিচালনায় এদিনের বৈশাখী উৎসবের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গাইঘাটার ডুমা অঞ্চলে তৃণমূলের মিছিল ও পথসভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যে মুখ্যামন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর জনপ্রিয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে অর্থিক অনুদান ৫০০ থেকে ১ হাজার এবং ১ হাজার থেকে ১২০০ টাকা করায় যারপর নাই খুশি মহিলারা। গাইঘাটার ডুমা অঞ্চলের মহিলারা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ সহ দিকে দিকে তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করার আবেদন জানিয়ে মিছিল করেন। মিছিলে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্যা শিপ্রা বিশ্বাস, দলের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি টি ইউ সি'র ব্লক সভাপতি বাপী হাজরা, দলনেতা যাদব মণ্ডল, তাপস দাস, দলীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছন্দা সরকার, দীপক দাস প্রমুখ। মিছিলে মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি এলেকাবাসীর নজর কাড়ে। মিছিল শেষে ছেকাটির কুটিয়াল পাড়া মোড়ে দলের প্রবীণ নেতা ও ডুমা অঞ্চল সভাপতি কালিপদ বিশ্বাসের বক্তব্যে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের স্বপক্ষে তৃণমূল সমর্থিত মহিলাদের মিছিল। ছবি ঃ নীরেশ ভৌমিক

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

চাঁদপাড়ায় সানাপাড়া আলোচনা চক্রের বর্ষবরণ উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ পয়লা বৈলাখ সকালে বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরী শেষে সংস্থা অঙ্গনে পতাকা উত্তোলন ও মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী সানাপাড়া আলোচনা চক্র আয়োজিত ৫৮ তম বর্ষের বর্ষবরণ উৎসব (১৪৩১)। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত নানা সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সূচনায় এদিন কচিকাঁচাদের বসে আঁকো ও ছড়ার গান ও রবীন্দ্র নৃত্য, সন্ধ্যায় একক লোকনৃত্য, শেষে অনুষ্ঠিত হয় গেবরাপুর সংবৃত্তি প্রযোজিত সকলের ভালোলাগার নাটক অর্থই অনর্থ। পরদিন সকালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত দলগত লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় সংস্কৃতিপ্রেমী বর্ষিয়ান গোপাল রায় এর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, অঞ্জনা বৈদ্য, চাঁদপাড়া প্রধান দীপক দাস, উপ-প্রধান বৈশাখী বর, সদস্য শতদল দেব, মনিমালা বিশ্বাস, সংস্কৃতিপ্রেমী কপিল ঘোষ, দেবাশিস রায়, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রত্না রায় প্রমুখ। উৎসব কমিটির সম্পাদক মনোতোষ সরকার সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করেন নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে বাংলার সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসর যাবৎ বর্ষবরণে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনের প্রশংসা করেন। এদিন রাতে অনুভব নাট্যমঞ্চ পরিবেশিত যাত্রা পালা নটী বিনোদিনী সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। শেষ দিনে ছোটদের লক্ষ্মীদ্বানা প্রতিযোগিতা ও আয়োজক আলোচনা চক্রের নৃত্য নাট্য বঙ্গতীর্থ এবং রাজু দেবনাথ ও শ্রীপর্না মিত্রের গাওয়া অনুষ্ঠান সকলের ভালো লাগে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার দ্বারা পুরস্কৃত গাইঘাটা ব্লকের সিএস সিটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন. বিগত ছয় বছর ধরে নিরন্তর সামাজিক উন্নয়নে শামিল। ২০২৪ এর ১৪ই এপ্রিল ব্লকের বাইরে তথা জেলার বাইরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সংলগ্ন পাথরপ্রতিমা- তে এনজিওর পরিচালনায় বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া আদিবাসী গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য নন ফরমাল স্কুলের শুভ উদ্বোধন করে। প্রাথমিকভাবে ৩৫ জন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে শিক্ষার বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এনজিও এর পক্ষ থেকে।

উপস্থিত ছিলেন সেখানকার পঞ্চায়েত মেম্বার সহ এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা। সিএসসিটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এনজিওর পরিচালনায় এমন উদ্যোগকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা বহুল প্রশংসা করে। এনজিওর পরিচালনায় সুন্দরবন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এই নন ফরমাল স্কুলকে একটি আদর্শ মডেল স্কুলে পরিণত করার ভাবনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এনজিওর সমস্ত কর্মকর্তারা।

অনুরঞ্জন এর বর্ষবরণ উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪৩১- কে স্বাগত জানাতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম নাট্যদল অনুরঞ্জন। সংস্থা অঙ্গনে এদিনে সন্ধ্যায় দুই সদস্যার সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মৃণাল কান্তি বিশ্বাস, প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব তপন দত্ত। সংস্কৃতিপ্রেমী বৈদ্যনাথ দলপতি, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ। সম্পাদক কানাই লাল গাইন ও সংস্থার অন্যতম কর্ণধার ও বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক মিন্টু মজুমদার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের হাতে পুষ্পস্তবক ও শ্বেত চন্দন এর চারা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এবং সেই সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে অনুরঞ্জন আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তা ব্যক্ত করেন। আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্থার ছোটরা সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। মঞ্চস্থ হয় মিন্টু মজুমদার নির্দেশিত মঞ্চ সফল নাটক 'যা তারা পারে না'। স্থানীয় পরশ সোশ্যাল এন্ড কালচারাল আর্গানাইজেশন পরিবেশন করে মূকাভিনয় বহমান সতী। গোবরডাঙা মৃদঙ্গম মঞ্চস্থ করে সকলের ভালোলাগার নাটক 'রসিক রবি'। ঠাকুরনগর কলাভূমি'র নৃত্য শিল্পীগণ পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান 'আজি দক্ষিণ পবনে' সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সবশেষে অনুরঞ্জন এর সংগীত শিল্পীগণ পরিবেশিত লোক সংগীত এর অনুষ্ঠান শ্রোতৃমণ্ডলীরে প্রশংসা লাভ করে।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার জাতীয় রঙ মহোৎসব

প্রতিনিধি ঃ শেষ হল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ১৭তম জাতীয় রঙ মহোৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্যামল দত্ত; ছিলেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার প্রতিনিধি বাসন্তী ভৌমিক। অতিথিরা রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ২৯ বছরের কর্মকাণ্ডের প্রশংশা করেন। উদ্বোধনী দিনে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার "হাত গণনা" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয় নাটক রূপান্তর এর পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা "কণিষ্ক"। দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক 'কলকাতা যোগ সূত্র, 'তাদের প্রযোজনা "আলোকবর্ষ দূরে" রচনা সৌম্যশংকর বোস, নির্দেশনা সিদ্ধার্থশংকর মিত্র এই দিনের দ্বিতীয় নাটক বিরাটি 'রব-অরব' তাঁদের প্রযোজনা "নাট্যাংশ কথা" রচনা গৌতম সেনগুপ্ত, নির্দেশনা অম্লান মৌলিক। তৃতীয় দিনের প্রথম প্রযোজনা ছিল 'দমদম ঐচ্ছিক'; তাঁদের মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অবলম্বনে "বান"। শেষ দিনের দ্বিতীয় নাটক 'ক্যান্ডিড থিয়েটার', তাঁদের প্রযোজনা "চাবি", রচনা ও নির্দেশনা সুদীপ্ত ভূইঁয়া। উৎসবের প্রত্যেকটি নাটকই সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সুস্থ সমাজ গঠনের বার্তা দেয়। উৎসবের তিন দিন উৎসব প্রাঙ্গণ ছিল কলকাকলিতে পূর্ণ।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**